বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
08 JUL 1989

32

তারিখ 08 JUL 1989
5 কলাম 1

২৪

দৈনিক সংবাদ
সংবাদ
ঢাকা: শনিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৯৬

প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতে কারচুপি

গত বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাঘাটা উপজেলার ৮৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এর মধ্যে ৮০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের জন্য ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বিদ্যালয়পিছু মেরামতের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার টাকা।

বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যে বিদ্যালয়গুলো মেরামত করা হয়েছিল।

সাঘাটা উপজেলা পরিষদ থেকে মেরামত কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়।

বিদ্যালয় মেরামত নিয়ে অভিযোগ উঠেছে যে, মেরামতের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ নিম্নমানের এবং মেরামত কাজ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। সদ্য মেরামত করা ৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সামান্য ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

মেরামতের পর ৭টি বিদ্যালয়ের এই হাল দেখে ঠিকাদারদের কাজ সম্পর্কে জনসাধারণ ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি থেকে অভিযোগ এসেছে।

এখন ঠিকাদারদের কাজের তদন্ত করা সাপেক্ষে তাদের প্রাপ্য বিল পরিশোধ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত, সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন কাজ করা হয়।

একটি উপজেলায় ৮০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৬লাখ টাকা বরাদ্দের ব্যাপারটি ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্টের জেলা পর্যায়ে অফিস নিশ্চয়ই অবগত রয়েছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে এ ধরনের কাজের সমন্বয় তারাই করে থাকেন।

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ৮০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের ক্ষেত্রে গোঁজামিলের অভিযোগ উঠেছে ৭টি বিদ্যালয় সামান্য ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পরই।

খবর থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে, ঠিকাদারদের কাজ তদারক করার জন্য সরকারী পর্যায়ে কোন প্রকৌশলীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিনা। কারণ শুধু ঠিকাদারদের উপর নির্ভর করলে মেরামতের কাজ হোক কিংবা নতুন কোন ভবনের নির্মাণকাজ হোক সেখানে কাজের ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে যাবেই।

এখন আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলসমূহের মেরামত কাজ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আশা করা যায়, তদন্ত কমিটি তাদের কাজ শেষে রিপোর্ট দেবেন, কিন্তু ইতিমধ্যে যে ৭টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তা পুনঃ মেরামতের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে। বিধ্বস্ত বিদ্যালয়ের মেরামত কাজে ত্রুটি ছিল কি না তা বোধহয় তদন্ত করার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। ওই বিদ্যালয়গুলোর মেরামত কাজ যে গোঁজামিল দিয়ে করা হয়েছে, সামান্য ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারটিই তার বড় প্রমাণ। এখন এগুলো পুনঃ মেরামতের দায়িত্ব কার? এ প্রশ্নটা এড়ানো যাবে না। তাই এগুলো মেরামত সম্পর্কেও স্থানীয় জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মেরামত, সম্প্রসারণ তথা পানীয় জলের জন্য নলকূপ বসানো ইত্যাদি কাজ চলে আসছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থ সাহায্যেই এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ চলছে। সাঘাটার বন্যাবিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতও ওই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

ঠিকাদারদের উপর কাজের ভার দিয়ে কেউ নিশ্চিত থাকেন না। সরকারী বা বেসরকারী নির্মাণ কাজ হোক, কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোন ভবন নির্মাণ বা মেরামত করুন, তাঁরা সকলেই কাজের অগ্রগতির সঙ্গে কাজের মান সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন।

দেখা গেল সাঘাটা উপজেলার বন্যাবিধ্বস্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের কাজ ঠিকমত তদারক করা হয়নি।

মেরামতের ক্ষেত্রে কারচুপি ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের পাশাপাশি এ বিষয়টিও খোঁজ-খবর

দৈনিক সংবাদ
তারিখ 08 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নেয়া প্রয়োজন যে, যথাযথ তদারকের কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা কিংবা ঠিকাদার নিয়োগেও কারচুপি হয়েছে কিনা।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেননি সামান্য ঝড়ে কংক্রীটের খুঁটি চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। খুঁটিগুলো যদি শুধু বালির স্তম্ভ হয়, তবে ভেঙ্গে পড়া বিচিত্র নয়।

প্রতিবছরই বন্যা হয়, এবারও বন্যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগেই বেরসিক ঝড় এসে স্কুলের সব ঘরদোর ফেলে দিল। বন্যার কবলে পড়ে যদি স্কুল ভবন ধসে বা ভেসে যেত তাহলে আর ত্রুটি ধরার অবকাশ থাকতো না। সম্ভবত এরকম দুরাশা করেই মেরামত কাজে গোঁজামিল দেয়া হয়েছিল।

এখানে যে কথাটা বলতে চাই তা হল, তদন্ত করে দোষত্রুটি নিরূপণ করেই যেন ব্যাপারটা শেষ হয়ে না যায়। মেরামত বা নতুন নির্মাণ কাজ যেখানেই হোক তার তদারক প্রথমাবধি দরকার। বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেই আমাদের স্কুলের ঘরদোর মেরামত করতে হচ্ছে। তাও যদি লুটের মাল হিসাবে গণ্য করে যে যার আখের গুছিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে তবে, এতসব আয়োজনের প্রয়োজন আছে কি? অন্তত পত্র-পত্রিকায় প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত কিংবা নতুন কোন শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের জন্য যে শর্তাদি আরোপ করা হয়, কার্যক্ষেত্রে তা কি সব মেনে চলা হয়। তদন্ত করে দেখা দরকার যে, ঠিকাদারদের সহযোগী কেউ কোন ফ্যাসিলিটি নিচ্ছেন কিনা। অতীতে এধরনের নির্মাণ কাজের ব্যাপারেও অভিযোগ উঠেছিল। সাঘাটায় ৮০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত প্রসঙ্গে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ও অভিযোগ এসেছে, তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালনা ক্ষেত্রে দক্ষতা অথবা আন্তরিকতার অভাবও তুলে ধরে। এ সত্যটা পুরোপুরি অস্বীকার করার তো পথ দেখছি না।